দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 01 APR 1991 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ...

13

পরীক্ষায় দুর্নীতি রোধ

পরীক্ষায় দুর্নীতি রোধের লক্ষ্যে সরকার এক উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করেছেন। শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী অধ্যক্ষ ইউনুস খানকে আহবায়ক করে এই কমিটি দেশের মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক ও মাদ্রাসার পরীক্ষায় দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে সুপারিশমালা প্রণয়ন করবে।

দেশে শিক্ষাঙ্গনে বিশৃংখলার অন্যতম প্রধান দিক পরীক্ষায় দুর্নীতি। এই দুর্নীতিরও রকমফের আছে। পরীক্ষার হলে নকল করা তো আছেই। সেই সঙ্গে আছে প্রশ্নপত্র ফাঁস করা, পরীক্ষার খাতা পাচার করা, পরীক্ষককে ঘুষ দিয়ে বশ করা ইত্যাদি। পরীক্ষার দুর্নীতি অবশ্য সামাজিক দুর্নীতিরই একটা অংশ। তবু আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় শৃংখলা প্রতিষ্ঠার স্বার্থে পরীক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে স্বতন্ত্রভাবে চিন্তা-ভাবনা করা ও পদক্ষেপ নেয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে। নকল এবং অন্যান্য দুর্নীতির দাপটে আমাদের শিক্ষার ভিত নাজুক হয়ে পড়েছে এবং শিক্ষার মানও দ্রুত পড়ে যাচ্ছে। এর প্রতিকারের লক্ষ্যে ব্যবস্থা নেয়া জরুরী হয়ে পড়েছে।

প্রশ্নপত্র যাতে ফাঁস না হয় সে জন্য প্রশ্নপত্র প্রণয়ন থেকে শুরু করে পরীক্ষা কেন্দ্রে তা বিতরণ পর্যন্ত প্রশ্নপত্রের গোপনীয়তা রক্ষার প্রচলিত ব্যবস্থার পর্যালোচনা অবশ্যই করা দরকার। নকল করা বন্ধ করতেও জোরালো ও কড়াকড়ি পাহারা দরকার।

তবে সেই সঙ্গে এই পরিস্থিতির আরও বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে বলে আমাদের ধারণা। শিক্ষার্থীরা কেন নকল করে, প্রশ্নপত্র ফাঁস করতেইবা তাদের এত উৎসাহ কেন--এই বিষয়গুলিও বিবেচনা করে দেখা দরকার। পরীক্ষায় ঢালাও নকল হলেও, সকলেই নকল করে না। মেধাবী ছাত্রছাত্রী নকল করে না বলেই আমরা জানি। নিয়মিত লেখাপড়া করলে, ক্লাস করা হলে নকল বা প্রশ্নপত্র ফাঁস করার প্রয়োজন হয় না। আমাদের দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ পরীক্ষার্থীর বিপত্তিটা বোধহয় এইখানেই। অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই নিয়মিত ক্লাস করার পাট নেই। ছুটি, হরতাল, ধর্মঘট এসব তো আছেই, শিক্ষকের অভাব, বইয়ের অভাব এসবও আছে। শিক্ষার্থীরাও লেখাপড়া ছেড়ে নানা রকম অসামাজিক কর্মকান্ডে লিপ্ত হয়ে পড়েন অনেক সময়। একটা সার্টিফিকেট অর্জনের তাগিদে পরীক্ষা পাস করা জরুরী মনে হয় এবং যেনতেনপ্রকারে পাস করার চেষ্টা করে।

পরীক্ষায় পাকাপোক্তভাবে দুর্নীতি বন্ধ করতে হলে তাই শিক্ষার্থীরা যাতে পড়াশোনা করে, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিতে যাতে নিয়মিত ক্লাস হয় সে ব্যবস্থাও নিশ্চিত করতে হবে। পরীক্ষা ও প্রশ্নপত্র সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন অবশ্যই আছে। তবে লেখাপড়ার পাট চালু থাকলে পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা আপনিই ফুরিয়ে যাবে।